সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১৬৬

৫. কিতাবুল ঈমান (كِتَابُ الْإِيمَانِ)

পরিচ্ছেদঃ ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিভিন্ন অংশ ও শাখা-প্রশাখা আছে

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى

আরবী

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَرْفَعُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطريق والحياء شعبة من الإيمان.

الراوي : أَبُوْ هُرَيْرَةَ ا المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني ا المصدر : صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 166 ا خلاصة حكم المحدث: صحيح.

বাংলা

১৬৬. আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'ঈমানের ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা আছে অথবা (রাবীর সন্দেহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা-প্রশাখা আছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।'[1]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلَى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فَجَعَلَهُ أَعْلَى الْإِيمَانِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ نَفْلٌ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ فَجَعَلَهُ أَدْنَى الْإِيمَانِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَكُلَّ شَيْءٍ هُوَ نَفْلٌ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ كُلُّهُ من الإيمان.

وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فَهُوَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ كَذَلِكَ قَالَهُ مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلٍ وَقَدْ رَوَاهُ

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً" وَلَمْ يَشُكَّ وَإِنَّمَا تَنَكَّبْنَا خَبَرَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَاقْتَصَرْنَا عَلَى خَبَرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كَمَا ذكرناه.

আবু হাতিম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন: “এই হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখাতাব (যাদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান আরোপিত হয়) ব্যক্তিদের উপর সর্বাবস্থায় ফরয এমন জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং সেটাকে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তারপর তিনি মুখাতাব ব্যক্তিদের উপর সর্বাবস্থায় নফল এমন জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং সেটাকে ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই এই হাদীস প্রমাণ করে যে, মুখাতাব ব্যক্তিদের উপর সর্বাবস্থায় ফরয, কিছু মুখাতাবের উপর কোন কোন সময় ফরয এবং মুখাতাব ব্যক্তিদের উপর সর্বাবস্থায় নফল- এসবই ঈমানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

আর হাদীসে দুই সংখ্যার যে সংশয়, এই সংশয়টি এসেছে রাবী সুহাইল বিন আবী সালিহ এর পক্ষ থেকে। সুহাইল থেকে মা’মার এভাবেই (সন্দেহযুক্তভাবে) বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসটি সুলাইমান বিন বিলাল আব্দুল্লাহ বিন দীনার থেকে তিনি আবু সালিহ থেকে মারফু’ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে: ’ঈমানের ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা আছে।’ এখানে তিনি কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। আমরা এখানে সুলাইমান বিন বিলালের হাদীস কাঁধে তুলে নিয়েছি আর সুহাইল বিন আবী সালিহ এর হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি এটা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য যে, হাদীসে বর্ণিত সংশয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আসেনি বরং তা এসেছে সুহাইল বিন আবী সালিহ এর পক্ষ থেকে, যা আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি।”

ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম: ৩৫, ৫৮; শারহুস সুন্নাহ: ১৭; আবু দাউদ: ৪৬৭৬; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ: ১১/৪০; নাসাঈ: ৮/১১০; ইবনু মাজাহ: ৫৭; মুসনাদ আহমাদ: ২/৩৭৯।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রহিমাহুল্লাহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তবে তিনি ৭০ সংখ্যার হাদীসটিকে বেশি সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। (আস সহীহাহ: ১৭৬৯।)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি । বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88375

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন